দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

জেএসসি পরীক্ষার্থী ও পাসের হার বাড়ছে

নুরুল হক শিপু, দক্ষিণ সুরমা ●

জেএসসি পরীক্ষার শুরু থেকেই সিলেট বিভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ৬ বছরে জেএসসি পরীক্ষার্থী বাড়ার পাশাপাশি বিভাগের চার জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে বেড়েই চলছে পাসের হার।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ইতিবাচক উদ্যোগ এ ফলাফলে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছেন শিক্ষাবোর্ড সংশ্লিষ্টরা।

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার আলমপুরস্থ বিভাগীয় শিক্ষাবোর্ড সংশ্লিষ্টরা জানান, সারা দেশের ন্যায় সিলেট বিভাগে ২০১০ সালে প্রথম জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ওই বছর ৬৯ হাজার ৬৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ৬৬ হাজার ৭২৯ জন। ৪১ হাজার ৩৫১ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। এ বছর পাসের হার ছিল ৬১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২০৩ জন পরীক্ষার্থী।

সিলেট বিভাগ

এক বছরের মাথায় ২০১১ সালে ২৪ হাজার ৭১৪ জন পরীক্ষার্থী বেড়ে যায়। ২০১১ সালে ৯৪ হাজার ৩৬৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ৯২ হাজার ৬৭৫ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৭৭ হাজার ২৩৫ জন। মাত্র এক বছরে পাসের হার ২১ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩ দশমিক ৩৪ শতাংশে। ওই বছর জিপিএ-৫ পায় ৭৪৮ জন।

২০১২ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা একটু কমলেও ২০১১ সালের চেয়ে বেড়ে যায় পাসের হার। ২০১২ সালে ৯১ হাজার ৬৮৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ৯০ হাজার ৬শ জন। এ বছর উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮১ হাজার ৯৪৯ জন। পাসের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ দশমিক ৪৫ শতাংশে। এ বছর জিপিএ-৫ পায় ১ হাজার ৩৬৪ জন।

২০১৩ সালে ৯৭ হাজার ১৫৯ জন পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৯৫ হাজার ২২৭ জন। উত্তীর্ণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৬ হাজার ৮০১। ওই বছর পাসের হার ছিল ৯১ দশমিক ১৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৫ হাজার ৭৪৮ জন।

তবে পরীক্ষার্থী ও পাসের হার বাড়লেও ২০১৪ সালে আগের বছরের চেয়ে কমে যায় জিপিএ-৫। ওই বছর ১ লাখ ১১ হাজার ২১০ জন পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করলেও অংশ নেয় ১ লাখ ৯ হাজার ৪৮৫ জন। পাসের হার বেড়ে ৯১ দশমিক ৯৭ শতাংশে উন্নত হয়। জিপিএ-৫ পায় ৪ হাজার ১০ জন।

সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ১ লাখ ২৬ হাজার ৯৯১ জন। ওই বছর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৫ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার বেড়ে ৯৩ দশমিক ৫৯ শতাংশে পৌঁছে। জিপিএ-৫ পায় ৪ হাজার ৯৫৬ জন পরীক্ষার্থী।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবং নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর সিলেটের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সেমিনার করেন। তখন তিনি কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের কথা জানান। আমরা সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেখতে পাই, সিলেটে অন্য বিভাগের চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কম। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক মিলে তখন পুরো বিভাগে ৫০০ স্কুল ছিল, যা বর্তমানে ১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন হাওরাঞ্চলে এখন স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সিলেটের চার জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় আমরা সবসময় সচেতনতামূলক সেমিনার শুরু করি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পরিচর্চার জন্য নির্দেশনা দিই। শুরু থেকেই জেএসসিতে ভালো ফলাফল অর্জন এবং পরীক্ষার্থী বাড়তে থাকে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে ও সেমিনারে শুধু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়ার স্বার্থে আমাকে অংশ নিতে হয়।